ধাপ-৪: প্রতিষ্ঠানের জন্য কি কি সঙ্গত ও তাৎপর্যপূর্ণ তা খুঁজে বের করা

স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে মতামত ও প্রতিক্রিয়া পাবার পর প্রতিষ্ঠানকে সবচেয়ে সঙ্গত সামাজিক দায়িত্বশীল ইস্যুগুলো চিহ্নিত করতে হবে। কিছু সঙ্গত ইস্যুর[২০] উদাহরণ নিচে দেয়া হলো -

১. চাকরি	১৩. নির্গমন, বর্জ্য পানি ও অবশিষ্ট বর্জ্য
২. নিয়োগকর্তা ও কর্মীর মধ্যকার সম্পর্ক	১৪. পণ্য ও সেবা
৩. স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা	১৫. পরিবহন
৪. প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, কাজের প্রকৃতি এবং প্রতিষ্ঠান	১৬. জনসমাজ
৫. বৈচিত্র ও সুযোগ	১৭. দূর্নীতি
৬. কৌশল ও ব্যবস্থাপনা	১৮. সরকারি নীতি
৭. বৈষম্য নিষেধাজ্ঞা	১৯. ভোক্তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা
৮. একত্র করা ও সামগ্রিকভাবে দরদামের স্বাধীনতা	২০. পণ্য ও সেবার লেবেল লাগানো
৯. শিশু শ্রম নির্মূল করা	২১. বিপণণ যোগাযোগ
১০. জোরপূর্বক ও বাধ্যতামূলক শ্রম রোধ করা	২২. ক্রেতার গোপনীয়তা
১১. নিরাপত্তা নীতি	২৩. কাঁচামাল
১২. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অধিকার	২৪. শক্তি
	২৫. পানি
	২৬. জীব বৈচিত্র
	২৭. স্থানীয় অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে ইতিবাচক অবদান

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে তাৎপর্যপূর্ণ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটি খুঁজে বের করতে হবে। স্টেকহোল্ডার এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনা করতে হবে যাতে করে উভয়ের জন্য একটি জয়ী অবস্থান অর্জন করা যায়। যেসকল স্টেকহোল্ডার বা স্টেকহোল্ডার দল বেশি প্রভাব বিস্তার করে তাদের আগ্রহকেই প্রাধান্যের সাথে বিবেচনা করা উচিৎ। বহু সংখ্যক স্টেকহোল্ডারের বিভিন্ন মতামতকে একসাথে জড়ো করাটাই উত্তম, কারণ তাতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায়।

[২০] এই পারফরমেন্স ল্যাডার স্ট্যান্ডার্ডটিতে পাওয়া যাবে যা কিনা ফাউন্ডেশন সাসটেন্ড রেসপন্সিবিলিটি প্রস্তুত করেছে। www.mvoprestatieladder.nl/doc/CSRPerformanceLadder.pdf